بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৯শে জুলাই, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় গযওয়ায়ে বনু মুস্তালিকের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা করেন এবং আসন্ন যুক্তরাজ্যের বার্ষিক জলসার জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় **গযওয়ায়ে বনু মুস্তালিকের** উল্লেখ করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদিস ও ইতিহাসের গ্রন্থাদিতে আরো বিশদ বর্ণনা রয়েছে। বুখারীর এক বর্ণনানুযায়ী নবী করীম (সা.) যখন বনু মুস্তালিকের উপর আক্রমণ করেছিলেন তখন তারা অপ্রস্তুত ছিল। এছাড়া কতিপয় ঐতিহাসিকগণ বলেন, দুই পক্ষের মাঝে লড়াই তখন শুরু হয় যখন তারা সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, উপরোক্ত দুটি বিষয় পরস্পর বিরোধী নয়, বরং ইসলামি সৈন্যবাহিনী যখন বনু মুস্তালিকের নিকটে পৌঁছায় তখন যেহেতু তাদের এটি অজানা ছিল যে, মুসলমানরা একেবারে নিকটে চলে এসেছে তাই তারা উদাসীন ও অপ্রস্তুত অবস্থায় তাদের গবাদিপশুগুলোকে পানি পান করাচ্ছিল আর বুখারী শরীফে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। অতঃপর যখন তারা ইসলামি সৈন্যবাহিনীর পৌঁছানোর বিষয়ে অবগত হয় তখন পূর্বপ্রস্তুতির ধারা অনুসারে তারা দ্রুততার সাথে সারিবদ্ধ হয়ে যুদ্ধের জন্য অবস্থান নেয় যা বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করেছেন।

এ গাযওয়াতে একজন সাহাবী শহীদ হয়েছিলেন যার নাম হল, **হযরত হিশাম বিন সুবাবা (রা.)**। এ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ আছে, হযরত অওস (রা.) ধুলিঝড়ের কারণে চিনতে না পেরে ভূলবশতঃ কাফির মনে তাকে শহীদ করেন। পরবর্তীতে হিশামের ভাই মিকিয়াস মক্কা থেকে মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তার ভাইয়ের মুক্তিপণ দাবি করেন। মহানবী (সা.) হযরত অওস এর কাছ থেকে রক্তপণ আদায় করে দেন, কিন্তু রক্তপণ গ্রহণের পর সে হযরত অওস (রা.)-কে হত্যা করে মুরতাদ হয়ে মক্কায় চলে যায়।

উম্মুল মুমিনিন হযরত যুয়াইরিয়া (রা.) বলেন, এ যুদ্ধের সময় মুসলমানদেরকে দেখে আমার পিতা বলেছিলেন, এত **বিরাট সেনাবাহিনী** এসেছে যে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আমি এত সংখ্যক লোক, যুদ্ধাস্ত্র ও বাহন দেখেছি যা বর্ণনা করে বুঝাতে পারব না। হযরত যুয়াইরিয়া বলেন, পরবর্তীতে আমি যখন ইসলাম গ্রহণ করি এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.) আমাকে বিয়ে করেন তখন এত সংখ্যক মুসলমান আমি দেখিনি। মূলত আল্লাহ্ তা'লা কাফিরদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে এরূপ দৃশ্য প্রদর্শন করেছিলেন।

মালে গণিমত বন্টন সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে, মালে গণিমতে উটের সংখ্যা ছিল দুই হাজার, বকরী ছিল পাঁচ হাজার এবং বন্দিদের সংখ্যা ছিল সর্বমোট দুই শত। তবে কতক ঐতিহাসিক বন্দীর সংখ্যা সাতশ' জনের অধিক ছিল বলেও বর্ণনা করেছেন। মহানবী (সা.) **হযরত বুরাইদা (রা.)**-কে বন্দীদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। মালে গণিমত বন্টনের

সময় তিনি (সা.) প্রথমে খুমুস পৃথক করেন। খুমুস মালে গণিমতের এক পঞ্চমাংশকে বলা হয় যা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশে আল্লাহ্, তাঁর রসূল ও তাঁর বংশধর এবং ইসলামের সার্বিক প্রয়োজনের জন্য ব্যয় করা হয়ে থাকে। এছাড়া অবশিষ্ট সম্পদ সাহাবীদের মাঝে বন্টন করে দেয়া হয়।

কাফিরদের বন্দিদের মাঝে বনু মুস্তালিক গোত্রের নেতা হারেস বিন আবি যিরার এর কন্যা বাররাও ছিল যার নাম পরবর্তীতে মহানবী (সা.) **যুয়াইরিয়া** রাখেন। বন্দীদের বন্টনের সময় বাররা বিনতে হারেসকে হযরত সাবেত বিন কায়েস (রা.)-এর কাছে সোর্পদ করা হয়। হযরত যুয়াইরিয়া সেই সাহাবীর সাথে নয় উকিয়া স্বর্ণের বিনিময়ে নিজেকে মুক্ত করার বিষয়ে সমঝোতা করেন। অতঃপর তিনি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি যেহেতু একটি গোত্রের নেতার কন্যা তাই আমার মুক্তিপণ দেয়ার ক্ষেত্রে আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি। তার এ বিচক্ষণতা দেখে মহানবী (সা.) অভিভূত হন। এছাড়া যেহেতু তিনি নেতার কন্যা ছিলেন আর তার মাধ্যমে বনু মুস্তালিকের মাঝে তবলীগের কাজ সহজ ও বেগবান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল তাই মহানবী (সা.) তাকে মুক্ত করে বিয়ের ইচ্ছা পোষণ করেন আর এক্ষেত্রে তিনি (সা.) মোহরানা হিসেবে যুয়াইরিয়ার মুক্তিপণ আদায় করেন। মহানবী (সা.)-এর এ সিদ্ধান্ত পরবর্তীতে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। তাঁর (সা.) বিয়ের পর সাহাবীরা এটি ভেবে যে, তাঁর শশুর বাড়ির লোকদেরকে কিভাবে বন্দি রাখা যেতে পারে সবাইকে মুক্ত করে দেন। এভাবে বনু মুস্তালিকের সাথে মহানবী (সা.)-এর আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন এবং তাদের প্রতি সাহাবীদেও এ অনুগ্রহের কারণে বনু মুস্তালিকের লোকেরা স্বল্প সময়ের মাঝেই ইসলামের শিক্ষায় প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

হযরত যুয়াইরিয়ার বিয়ের বিষয়ে আরেকটি বর্ণনা হল, তিনি (রা.) বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর বনু মুস্তালিকে আগমনের তিন দিন পূর্বে আমি স্বপ্ন দেখি যে, মদীনা থেকে চাঁদ আমার কোলে এসে পড়েছে। আমি কাউকে এ বিষয়টি বলতে পছন্দ করিনি, কিন্তু আমি যখন এ যুদ্ধাভিযানে বন্দি অবস্থায় আসি তখন আমার স্বপ্ন পূরণের ব্যপারে আশা সৃষ্টি হয়। পরবর্তীতে এটিই সত্য সাব্যস্ত হয়।

এক বর্ণনানুসারে **হারেস বিন যিরার** তার কন্যার মুক্তিপণ দিতে মহানবী (সা.)-এর কাছে মদীনায় এসেছিল। সে মুক্তিপণ হিসেবে যে কয়টি উট এনেছিল তার মধ্য থেকে নিজ পছন্দের দুটি উট **আকীক** উপত্যকায় লুকিয়ে রেখে আসে। এরপর সে মহানবী (সা.)-এর কাছে অবশিষ্ট উটগুলো মুক্তিপণ হিসেবে উপস্থাপন করে তার কন্যাকে ছেড়ে দিতে বলে। মহানবী (সা.) তাকে সেই দুটি উটের বিষয়ে জিজ্ঞেস করেন যা সে পেছনে রেখে এসেছিল। এতে সে অবাক হয়ে যায় এবং প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন আর বলতে থাকেন যে, খোদার কসম! আল্লাহ্ই আপনাকে এ সম্পর্কে অবগত করেছেন। আরেক বর্ণনানুযায়ী হযরত যুয়াইরিয়ার ভাই আব্দুল্লাহ্ বিন হারেস মুক্তিপণের উটগুলো নিয়ে এসেছিল। যাহোক মহানবী (সা.) সফলতা ও বিজয় অর্জন করে দীর্ঘ ২৮দিন বাইরে অবস্থান করার পর মদীনায় ফিরে আসেন।

এ যুদ্ধাভিযান থেকে ফেরার পথে মুনাফিকদের সর্দার **আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুলের** কপটতা প্রকাশ্যে ধরা পড়ে। ফেরার পথে মুরাইসির একটি কূপ থেকে যাতে পানি খুব কম ছিল **হযরত সিনান** এবং উমর (রা.)-এর মুক্ত কৃতদাস **হযরত জাহ্জা** পানি উত্তোলনের জন্য বালতি ফেললে দুজনের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হয় এবং এক পর্যায়ে হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। সিনান আনসারদেরকে সাহায্যের জন্য ডাকেন আর জাহ্জা মুহাজিরদেরকে সাহায্যের আহ্বান করেন। এ ঝগড়া দেখে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, **তোমরা অজ্ঞতার যুগের ন্যায় কাজ করছ কেন?** অতঃপর সবকিছু শুনে তিনি বলেন, **তোমরা এরূপ বিষয় পরিত্যাগ করো যা তোমাদের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি করে এবং ভ্রাতৃত্ববোধ নষ্ট করে। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত সে যেন তার ভাইকে সাহায্য করে সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত। যদি অত্যাচারী হয় তাহলে তাকে অত্যাচার করতে বাঁধা দিবে আর যদি অত্যাচারিত হয় তাহলে তাকে সাহায্য করবে।**

এদিকে আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলুল আরো দশজন মুনাফিকের সাথে বসেছিল। তাদের সাথে **যায়েদ বিন আরকাম (রা.)-ও** ছিলেন যিনি তখনও স্বল্পবয়স্ক ছিলেন বা সবে প্রাপ্তবয়স্ক হয়েছিলেন। উবাই মহানবী (সা.) ও কুরাইশদের বিষয়ে কিছু অপছন্দনীয় কথা বলার পর বলে, **খোদার কসম! এবার মদীনায় পৌঁছে সেখানকার সবচেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি সর্বাধিক নিন্দিত ব্যক্তিকে বিতাড়িত করবে।** এটি শুনে যায়েদ (রা.) বলেন, তুইই সর্বাধিক নিকৃষ্ট ও নিন্দিত ব্যক্তি এবং মুহাম্মদ (সা.) রহমান খোদা'র পক্ষ থেকে বিজয়ী এবং মর্যাদাবান। তখন উবাই ভীত হয়ে বলে যে, আমি তো কেবল হাস্যরসিকতা করছিলাম। অতঃপর হযরত যায়েদ মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে সমস্ত ঘটনা বলেন।

মহানবী (সা.) এবং সাহাবীরা প্রথমে এ কথা বিশ্বাস করতে পারেননি। আব্দুল্লাহ্ বিন উবাইও কসম খেয়ে একথা মিথ্যা হওয়ার বিষয়ে ঘোষণা দেয়, কিন্তু যায়েদ (রা.) তাঁর কথার উপরে দৃঢ় ও অবিচল ছিলেন। পরবর্তীতে মহানবী (সা.) এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলেন বলেই প্রমাণিত হয়, কিন্তু তিনি (সা.) উবাইকে মার্জনা করেন। **হযরত উমর (রা.)** মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয়ে বলেন, আপনি আমাকে অনুমতি দিন, আমি উবাই এর গর্দান কর্তন করি। মহানবী (সা.) বলেন, যদি আমি সাহাবীদেরকে তাকে হত্যার নির্দেশ দেই তাহলে তারা তাকে হত্যা করবে, কিন্তু এটি মদীনায় অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করবে। হুযূর (আই.) বলেন, এ বিষয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) বর্ণিত ঘটনা পরবর্তীতে বর্ণনা করা হবে।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, আগামী জুমআ থেকে ইউ.কে'র জলসা শুরু হবে ইনশাআল্লাহ্। দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা একে সবদিক থেকে কল্যাণমন্ডিত করেন। সমস্ত কর্মীদের উন্নত চরিত্র প্রদর্শন করতঃ নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের তৌফিক দিন। যারা অতিথি হিসেবে এসেছেন এবং যারা আসছেন তাদের সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা নিরাপদে রাখুন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) কাদিয়ানের **মোহতরমা সালিমা বানু সাহেবা, মোহতরম লাহোরের নুরুল হক্ব মাযহার সাহেব, মোহতরমা আমাতুল হাফিয সাহেবা'**র স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত